যায়যায়দিন

তারিখ 07 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

রাবি অ্যাগ্রি প্রজেক্টে দুর্নীতির অভিযোগ

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি সংবাদদাতা

রাজশাহী ইউনিভার্সিটির অ্যাগ্রিকালচার প্রজেক্টে অনিয়ম আর দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ইউনিভার্সিটির লাভজনক এ প্রজেক্টটিতে লুটপাট চালাতে কয়েক অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেট কাগজে-কলমে হিসেব ঠিক রেখে ভেতরে ভেতরে অর্থ বাগিয়ে নিচ্ছে, এমন অভিযোগ অনেকদিনের। সম্প্রতি ইউজিসির তদন্ত দলের কাছে সাক্ষাৎদাতাদের অনেকে এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন বলে জানা গেছে।

ইউনিভার্সিটির যাবতীয় ভূসম্পত্তি, পুকুর-ডোবা, ফলদ বৃক্ষ প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে প্রজেক্টটি শুরু হয়। বর্তমানে এর অধীনে প্রায় সাড়ে ৪০০ বিঘা আবাদি জমি রয়েছে। এসব আবাদি জমিতে চাষ হয় আখ, ধান, পাট, গম, ধঞ্চে, কালাইসহ নানা জাতের ফসল। ফলদ বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে ছোট বড় মিলিয়ে তিন শতাধিক আম, অর্ধ শতাধিক লিচু, ১২০টি নারকেল ও ৪৫টি তাল গাছ। পুকুর-ডোবা রয়েছে ১৫টি।

এসব খাত থেকে প্রতি বছর ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকা আয় হয়ে থাকলেও অভিযোগ রয়েছে, তিন পর্যায়ে দুর্নীতি আর লুটপাট হওয়ার কারণে আয় হওয়া টাকার একটা বড় অংশই বিভিন্নভাবে 'খাওয়া' হয়ে যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইউনিভার্সিটির এক অফিসার যায়যায়দিনকে জানান, ইউনিভার্সিটি ও অ্যাগ্রিকালচার প্রজেক্টের কয়েক অফিসারের শক্তিশালী সিন্ডিকেট এ টাকা মেরে দিচ্ছে। এসব লুটপাট-দুর্নীতির কথা ওই সিন্ডিকেটের বাইরে যাওয়ার জো নেই।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, এখানকার কর্মচারী-শ্রমিক পর্যায়ে প্রথম লুটপাট হয়। দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে প্রতিদিন কাজ করে ৩০ থেকে ৪০ জন শ্রমিক। শ্রমিকপ্রতি ৫০ থেকে ৬০ টাকা হারে সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক দুভাবে মজুরি দেয়া হয় প্রজেক্টের নিজের আয় থেকে। অভিযোগ রয়েছে, দায়িত্বপ্রাপ্তরা শ্রমিকের সংখ্যা হেরফের করে অর্থ হাতিয়ে নেয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে লুটপাট হয় জমির ফসল উঠানো থেকে শুরু করে গোডাউনে উঠানো এবং সেগুলো বিক্রির সময় পর্যন্তও। দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কাজ করে এমন একাধিক শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শুগার মিলের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে প্রজেক্টের মাঠ পর্যায়ে দেখাশুনা করে এমন কয়েক কর্মকর্তা আখের ওজন কাগজে-কলমে কম দেখিয়ে অতিরিক্ত আখের মূল্য ভাগবাটোয়ারা করে নেয়। এ কারচুপি হয় ধান, কালাইসহ অন্যান্য শস্যের বেলাও।

ইউনিভার্সিটির লাভজনক অ্যাগ্রি প্রজেক্টটিতে লুটপাট চালাতে কয়েক অসাধু কর্মকর্তার যোগসাজশে গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট

তৃতীয় পর্যায়ের লুটপাট শুরু হয় প্রাপ্ত অর্থ থেকে। ইউনিভার্সিটির প্রভাবশালী শিক্ষক কর্মকর্তারা কল্যাণ তহবিলের নামে লাখ লাখ টাকা খরচ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

জানা গেছে, প্রতি বছর পাচটি বাগানের আম-লিচু লিজ দিয়েই ইউনিভার্সিটি প্রশাসন পায় তিন থেকে সাড় তিন লাখ টাকা। বিগত কয়েক বছর ধরে আম-লিচু লিজ নিয়েছেন এমন এক ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সে ওই লিজ নেয়া গাছগুলো থেকে আয় করেছে প্রায় সাত লাখ টাকা। লিজ দেয়ার ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি না করলে আরো বেশি লাভবান হওয়া সম্ভব। ডাব-তাল গাছগুলোও নামমাত্র মূল্যে লিজ দেয় প্রজেক্টের কর্মকর্তারা। সবচেয়ে বেশি অনিয়ম হয় পুকুর-ডোবা লিজ দেয়ার ক্ষেত্রে। যথাযথ নিয়মে লিজ দেয়া হলে এ খাত থেকে প্রতি তিন বছর অন্তর অন্তর প্রায় ছয় লক্ষাধিক টাকা আয় করা সম্ভব হলেও তা থেকে ইউনিভার্সিটি পায় মাত্র দেড় থেকে দুই লাখ টাকা।

জানা গেছে, ১৯৯৯ থেকে ২০০৬ সালে অ্যাগ্রিকালচার প্রকল্প বহির্ভূত খাতে ব্যয় দেখানো হয়েছে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা। এখানে নিয়মিত অডিট না হওয়ার ফলে নিজেদের ইচ্ছা মতো গুছিয়ে নেয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে কথা হয় প্রজেক্টের কর্মকর্তা আকবর আলীর সঙ্গে। তিনি সাফ জানান, দফতরের কোনো তথ্য সাংবাদিকদের দেয়ার নিয়ম নেই।